বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে প্রণোদনার পরিকল্পনা

❖ FDI কী এবং কেন দরকার?

- **FDI (Foreign Direct Investment)** মানে বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো দেশের উৎপাদন, অবকাঠামো, ব্যাংকিং, প্রযুক্তি বা অন্যান্য খাতে **প্রত্যক্ষভাবে অর্থ বিনিয়োগ করে।**
- **কেন দরকার?**

1. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন
2. কর্মসংস্থান সৃষ্টি
3. প্রযুক্তি স্থানান্তর
4. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
5. বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ সহজ

❖ FDI বাড়াতে কী ধরনের প্রণোদনা দেওয়া যায়?

FDI বাড়ানোর জন্য সরকার বিভিন্ন প্রণোদনা দেয় যাতে বিদেশি বিনিয়োগকারী উদ্বুদ্ধ হয়।

১. কর ছাড় বা ট্যাক্স হলিডে (Tax Holiday)

ব্যাখ্যা: নির্দিষ্ট সময় (৫-১০ বছর) পর্যন্ত কোম্পানিকে করমুক্ত সুবিধা দেওয়া হয়।

উদাহরণ:
বিদেশি কোম্পানি যদি বাংলাদেশে গার্মেন্টস খাতে একটি কারখানা স্থাপন করে এবং ২০০ জন কর্মসংস্থান করে, তাহলে তাকে **৭ বছরের করমুক্ত সুবিধা** দেওয়া হবে।

প্রভাব:

- প্রাথমিক লাভ বৃদ্ধির সুযোগ
- স্থায়ীভাবে বিনিয়োগ স্থাপন
- দীর্ঘমেয়াদে রপ্তানিমুখী উৎপাদনে উৎসাহ

২. উৎপাদন বা রপ্তানি ভর্তুকি

ব্যাখ্যা: বিদেশি বিনিয়োগকারী রপ্তানি করলে নির্দিষ্ট শতাংশ নগদ সহায়তা বা ভর্তুকি পাবে।

উদাহরণ:
একটি চায়নিজ কোম্পানি বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক্স পণ্য তৈরি করে, যার ৮০% রপ্তানি করে। সরকার তাকে **প্রতি ১ ডলার রপ্তানিতে ৫% ক্যাশ ইনসেনটিভ** দিচ্ছে।

প্রভাব:

- রপ্তানি বাড়ে
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়
- দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন স্থিতিশীল হয়

৩. শুল্ক ও ভ্যাট ছাড় (Duty & VAT Exemption)

ব্যাখ্যা: মেশিনারি ও কাঁচামাল আমদানিতে কর ছাড়।

উদাহরণ:
জাপানি গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান "ABC Motors" যদি কারখানা স্থাপন করে, তাহলে:

- মেশিনারি আমদানিতে শুল্ক শূন্য
- ১০ বছরে ১০০% ভ্যাট রেয়াত

প্রভাব:

- উৎপাদন খরচ কমে
- লোকাল মার্কেটে প্রতিযোগিতা বাড়ে

৪. জমি বরাদ্দ ও অবকাঠামো সুবিধা

ব্যাখ্যা: বিদেশি বিনিয়োগকারীকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্বল্পমূল্যে জমি ও বিদ্যুৎ-গ্যাস সংযোগ।

উদাহরণ:
একটি কোরিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরে** ২০ একর জমি পেলো ভর্তুকিযুক্ত দামে + ৬ মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ-গ্যাস সংযোগ।

প্রভাব:

- দ্রুত অপারেশন শুরু
- প্রোডাকশন ডিলে কমে যায়

৫. প্রফিট রিপ্যাট্রিয়েশন সহজীকরণ (Earnings Repatriation)

ব্যাখ্যা: কোম্পানি তাদের মুনাফা বা মূলধন সহজে বিদেশে নিতে পারে।

উদাহরণ:
একটি আমেরিকান কোম্পানি বাংলাদেশে $৫০ মিলিয়ন বিনিয়োগ করে। বছরে $৮ মিলিয়ন মুনাফা হলে সেটি দ্রুত ও পূর্ণভাবে দেশে ফেরত নিতে পারবে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই।

প্রভাব:

- বিনিয়োগকারীর আত্মবিশ্বাস বাড়ে
- পুনর্বিনিয়োগে আগ্রহ তৈরি হয়

৬. এক জানালা সেবা (One-Stop Service / OSS)

ব্যাখ্যা: লাইসেন্স, অনুমোদন, রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স ইত্যাদি একটি জায়গা থেকেই হবে।

উদাহরণ:
"GreenTech India" বাংলাদেশে প্লাস্টিক রিসাইক্লিং ফ্যাক্টরি দিতে চায়। তারা বিডা'র OSS সেন্টারে গিয়ে:

- বিনিয়োগ অনুমোদন
- পরিবেশ ছাড়পত্র
- কর রেজিস্ট্রেশন
  সবকিছু **১০ কার্যদিবসেই** পেয়ে যায়।

প্রভাব:

- আমলাতান্ত্রিক হয়রানি কমে
- প্রক্রিয়াগত বিলম্ব দূর হয়

৭. বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) ভিত্তিক সুবিধা

ব্যাখ্যা: নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিনিয়োগ করলে অতিরিক্ত সুবিধা।

উদাহরণ:
চট্টগ্রাম SEZ-এ একটি মালয়েশিয়ান কোম্পানি ইলেকট্রনিক্স অ্যাসেম্বলি করে। তারা পায়:

- ১০ বছরের কর ছাড়
- ১০% হারে ব্যাংক ঋণ
- ন্যূনতম রপ্তানি শর্ত

প্রভাব:

- নির্দিষ্ট সেক্টর গড়ে ওঠে
- শিল্পায়ন গতিশীল হয়

সংক্ষেপে প্রণোদনা ও উদাহরণ: টেবিল ফরম্যাটে

প্রণোদনা	বাস্তব উদাহরণ	প্রত্যাশিত প্রভাব
কর ছাড় (Tax holiday)	৭ বছর গার্মেন্টসে কর ছাড়	নতুন কারখানা স্থাপন
রপ্তানি ইনসেনটিভ	৫% ক্যাশ ব্যাক	রপ্তানি বৃদ্ধি
শুল্ক-মূসক ছাড়	যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক ছাড়	উৎপাদন ব্যয় হ্রাস
জমি বরাদ্দ	বঙ্গবন্ধু শিল্প নগর	দ্রুত ইনফ্রাস্ট্রাকচার
লাভ উত্তোলন সহজতা	লাভ বিদেশে নিতে পারা	বিনিয়োগে আত্মবিশ্বাস
One-Stop সেবা	বিডা'র মাধ্যমে অনুমোদন	প্রক্রিয়াগত সুবিধা
SEZ সুবিধা	চট্টগ্রাম SEZ	শিল্পঘন অঞ্চল গঠন

❖ **বাস্তব চিত্র: কেন এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ?**

নিট FDI কমছে ধারাবাহিকভাবে

অর্থবছর	মোট FDI (মিলিয়ন USD)	আউটফ্লো	নিট FDI	পরিবর্তন
২০২২–২৩	১,৪৬০	৩১৪	১,৪৬০–৩১৪ = ১,১৪৬	—
২০২৩–২৪	১,২৭০	৩০০	১,২৭০–৩০০ = ৯৭০	১৩% কম
২০২৪–২৫ (Jul-Mar)	—	—	৮৬০ (৯ মাসে)	২৬% কম (YoY)

ব্যাংকিং খাতে সবচেয়ে বেশি (৪১.৬৩ কোটি USD) FDI এসেছে।

❖ **FDI-এর প্রভাব কী?**

ইতিবাচক	**নেতিবাচক**
প্রযুক্তি স্থানান্তর	মুনাফা বিদেশে চলে যায় (আউটফ্লো)
কর্মসংস্থান সৃষ্টি	স্থানীয় উদ্যোক্তারা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে
বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ	রেগুলেটরি জটিলতা থাকলে বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহিত হয়

❖ **কেন বাংলাদেশ পিছিয়ে?**

◆ ভারতের FDI ২০২৩ সালে প্রায় $৭০ বিলিয়ন (বাংলাদেশের চেয়ে শতগুণ বেশি)
◆ ভিয়েতনামেও বিপুল পরিমাণ FDI আসে, কারণ:

✓ সহজ রপ্তানি নীতিমালা
✓ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
✓ দক্ষ শ্রমশক্তি
✓ বিনিয়োগ সুরক্ষা